দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩০/৫/৮৩
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

115

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায় ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান শুক্রবার টঙ্গী পাইলট হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন

টঙ্গীতে মাহবুবুর রহমান

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সমালোচকরা বিকল্প পথ বাতলাতে পারেননি

টঙ্গী, ২৯শে এপ্রিল (বাসস)।—স্থানীয় সরকার ও ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রী মাহবুবুর রহমান, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সমালোচক ও বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে তাঁরা অধিকতর বাস্তবধর্মী, উৎপাদনশীল ও জনমুখী একটি বিকল্প বাতলাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সমালোচকদের অনেকেই এটা আদৌ পরীক্ষা করে দেখেছেন কিনা সে ব্যাপারে মন্ত্রী সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি আশ্বাস দেন যে উন্নততর কোন শিক্ষানীতির পরামর্শ দেয়া হলে তা বাস্তবায়নের জন্যে সরকার বিবেচনা ও গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন।

সরকারের প্রস্তাবিত নীতির উদ্দেশ্য এমন ধরনের শিক্ষাদান যা ছাত্রছাত্রীদেরকে অন্যের বোঝা না করে তাদেরকে স্বাবলম্বী ও আত্মমর্যাদাশীল করে গড়ে তুলবে। মন্ত্রী আজ টঙ্গী পাইলট হাইস্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই আসে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। যথাসময়ে তাদের শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে আসা দরকার। কিন্তু অতীতে তা সম্ভব হয়নি। যার ফলে অনেকেই তাদের কোর্স ও শিক্ষাবর্ষ থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষাবহির্ভূত ও উস্কানী

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি

(১ম পৃঃ পর)

মূলক তৎপরতায় মূল্যবান সময় নষ্ট করা থেকে বিরত না করা পর্যন্ত এই অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না।

মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর হার শুধু লজ্জাজনকই নয়—আশংকাজনকও বটে। এ প্রসঙ্গে তিনি গত ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফলের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ডিগ্রী পর্যায়ে বর্তমানে পাশের হার মাত্র ১০ থেকে ১৫-এর মধ্যে ওঠানামা করছে।

মন্ত্রী বলেন, চলতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সারাদেশে ১ লাখ ৫২ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নিচ্ছে। অথচ বর্তমান ব্যবস্থাধীনে সবগুলো কারিগরি বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মিলে এদের মাত্র ৪০ হাজার জনকে ভর্তি করার ক্ষমতা রয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে কারিগরি বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ১ হাজার ৭শ জন এবং কলেজগুলোতে ৩০ হাজার থেকে ৩৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষমতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্যদের মাত্র ৪ হাজার জনকে ভর্তি করতে পারবে।

মন্ত্রী বলেন, চলতি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ৫০ ভাগও যদি কৃতকার্য হয়, তাহলেও তাদের ৩৫ হাজার জন উচ্চশিক্ষার জন্যে কোথাও ভর্তির সুযোগ পাবে না। মন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হবে তাদের সমস্যাও জাতিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

জনাব মাহবুবুর রহমান বলেন, অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে না পারলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ও পরীক্ষায় সাফল্যের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হবে না এবং ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মন্ত্রী বলেন, শুধু সমালোচনা ও বিরোধিতার জন্যে সরকারের কোন নীতি বা সংস্কারের সমালোচনা বা বিরোধিতা করা উচিত নয়। তিনি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও তা গঠনমূলক করার আবেদন জানান।